গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ নিহত

ঈদের কেনাকাটা শেষে বাড়ি যাওয়ার সময় দ্রতগামী মাটি বহনকারি অবৈধ যান লাটাহাম্বার ধাক্কায় বৃদ্ধ আইয়ুব আলী(৮০) নিহত হয়েছেন।

নিহত আইয়ূব আলীর বাড়ি গাংনী উপজেলার গোপালনগরে।

আজ সোমবার (২৬ জুন) বেলা ১টার সময় গাংনী-হাটোয়ালীয়া রাস্তার পুর্বমালশাদহ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আইয়ুব আলীর ছেলে তোহিদুল ইসলাম জানান, গাংনী শহরে ঈদের কেনাকাটা করে বাবা ও আমি মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলাম।

মালশাদহ নামক স্থানে পৌছানো মাত্রই একটি মাটি বহনকারি দ্রতগামী লাটাহাম্বার ধাক্কা দিলে বাবা রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের নিহত হওয়ার ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলে পুুলিশ পাঠানো হয়েছে। মাটিবহনকারি লাটা হাম্বাটিকে আটকের চেষ্টা চলছে।

ভালো সড়ক সংস্কার করে সরকারি টাকা নয়ছয়

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-নতুন মদনাডাঙ্গা সড়ক সংস্কার নজিরবিহীন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। নিম্নমাণের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও পরিমাণে কম দেয়া হয়েছে। সিডিউল অনুযায়ী কোনো কাজ করানো হয়নি এমন অভিযোগ উটেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের দায়িত্বরত প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে। রাস্তা কার্পেটিংয়ের পরপরই বিভিন্ন স্থানে কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। রাস্তার দু’ধারে দেয়া হয়নি মাটি,

অনেক স্থানে ভেঙে যাচ্ছে। এ ঘটনায় রাস্তা নিয়ে কয়েক গ্রামের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। রাস্তা ভাল ভাবে পরিস্কার না করেই তার ওপর কার্পেটিং করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-নতুন মদনাডাঙ্গা প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার এই সড়ক সংস্কারে প্রাক্কলিত ব্যায় ধরা হয়েছে ৭৪ লাখ ৮২ হাজার ৯০৬ টাকা।

এর মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যায় ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৫১৬ টাকা, মাটি ভরাটের জন্য ব্যায় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯০৩ টাকা, সোল্ডার বাবদ ব্যায় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৮২৯ টাকা, রিপিয়ার ফটোজ (গর্ত) বাবদ ২ লাখ ১৪ হাজার ১১৫ টাকা, বেইজ টাইপ-২ (ফলস আইটেম) বাবদ ৪০ হাজার ৯১০ টাকা, (ভালো রাস্তা) কার্পেটিং বাবদ ১৮ লাখ ১ হাজার ৬১৭ টাকা, আরসিসি প্যালাইসাইটিং বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার ৬০০ টাকা, সিলকোট ১২ মিটার বাবদ ৩৩ লাখ ৬৭ হাজার ৯১৭ টাকা ব্যায় ধরা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, টেন্ডারে ১২ মিলি সিলকোট দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে দেওয়া হয়েছে ৬, ৭ ও ৮ মিলি। রাস্তার যেখানে মাটি সরে গেছে সেখানে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। তবে, কোনো মতেই রাস্তার পাশের মাটি কাটা যাবেনা। কিন্তু ঠিকাদার রাস্তার পাশের মাটি কেটেই ভরাট করছেন বলে এলাকাবাসির অভিযোগ। প্যালাসাইটিং দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়নি। এছাড়া ট্যাককোট ও রাস্তার দুপাশে এজিং দেইনি। সিডিউল অনুযায়ী নয়, রাস্তাটির নির্মাণ করা হচ্ছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ও সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন উদ্দীনের ইচ্ছে মাফিক।

এছাড়া এখানে কোনো ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্টকে দিয়ে নয়, কাজ দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করছেন অফিস সহায়ক সাইদুর রহমান ও মাপজোগের কাজ করছেন অবসরপ্রাপ্ত কার্য্যসহকারি মাশুকুর রহমান ।
নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের দক্ষিণপাড়া’র বজলুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও ইউসুব আলী জানালেন, খুব অল্পদিন আগে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। এখনো এটি একদম ভাল রাস্তা। রাস্তাটির দু এক স্থানে মাটির কারনে ভেঙ্গে গেছে। তারা অভিযোগ করেন, সরকারি টাকা নয় ছয় করার জন্যই ভালো রাস্তা টেন্ডার করছেন কর্তৃপক্ষ। এখানে অর্ধেকের বেশি টাকা আত্মসাৎ করা হতে পারে।

স্থানীয় গ্রামবাসী আব্দুর রহিম ও সের আলী জানান, কার্পেটিংয়ে

নিম্নমাণের বিটুমিন ব্যবহার ও পরিমানে কম দেয়া হয়েছে। যেকারণে কার্পেটিং কাজের দুদিন পরেই কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে। রাস্তাটির পাশে যেখানে মাটি লাগবে সেখানে মাটি ভরাট করা হচ্ছেনা। এছাড়া সিডিউলে এজিং দেওয়ার কথা থাকলেও এজিং দেওয়া হয়নি।
জানা গেছে, সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে সম্প্রতি প্রায় ৭৪ লাখ টাকা ব্যায়ে প্রায় সাড়ে ৪ কিলো মিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রে কার্যাদেশ পান আমিনুল হক প্রাইভেট লি: কনস্ট্রাকশন। সেখান থেকে কাজটি কিনে নেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রহিম বলেন, কাজে ব্যাপক ঘাপলা হয়েছে। কেউ প্রকাশ্যে এসব অনিয়ম নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না।

এ বিষয়ে ঠিকাদার মোশাররফ হোসেন বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী যেভাবে আমাকে কাজ করতে বলেছেন আমি সেভাবেই কাজ করছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলী শাহিন উদ্দীন জানান, সিডিউল অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৯ আসামি

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ ও সিআর মামলার ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পেন্ডিং মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন আসামি রয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম আজ সোমবার (২৬ জুন) সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (২৬ জুন) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাগর (২২) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আটক সাগর মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শাকের আলীর ছেলে।

রবিবার (২৫ জুন) দিবাগত রাতে ডিবি পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাগরকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে আসামি সাগরকে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৫২ ছাত্রী পেলো

নতুন বাইসাইকেল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫২ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল বিতরণ করেছে সদর উপজেলা পরিষদ।

গতকাল রবিবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিবি) এর অর্থায়নে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাইসচেয়ারম্যান আবুল হাসেম ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লতিফন নেছা লতাসহ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ঈদুল আযহা উদযাপনে প্রস্তুতি সভা

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল কাদির মিয়া, অতি: পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া সিদ্দিকা সেতু মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস অফিসারবৃন্দ, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, ও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কুরবানির পশু চামড়া সংরক্ষণ, জালনোট প্রতিরোধ, আনলাইন পশু কেনাবেচার ব্যবস্থা, পশুবাহী ট্রাকের চাঁদাবাজিমুক্ত নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিতকরণ, সড়ক/মহাসড়কের পাশে পশুর হাট নিয়ন্ত্রণ, পশুরহাটে অস্থায়ী ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন, সীমান্ত দিয়ে পশুর অবৈধ অনুপ্রবেশ জিরো রাখা, শহরের পরিচ্ছন্নতা, ঈদগাহ ময়দান প্রস্তুতকরণ, প্রতিটি ওয়ার্ডে পৌরসভার উদ্যোগে কুরবানির জন্য জায়গা প্রস্তুত করে দেয়া, মোটর সাইকেলের বেপরোয়া চলাচল নিয়ন্ত্রণসহ আইন শৃংখলা বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ঈদগাহ জামাতসমূহের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়।

গাংনীতে অপহরণ ও চুরির মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুরির মামলার ১ আসামি ও অপহরণ মামলার ১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানা (২০) ও বাওট গ্রামের জোয়াদ আলীর ছেলে সাগর (২১)।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা ও ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ি পৃথক অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন জানান, গাংনী থানার অপহরণ মামলা নং ২৩(৬)২৩ নং মামলার এজাহার নামীয় আসামি সাগরকে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি¦তে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নামে গাংনী থানার মামলা নং ১৯(৫)২৩।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে গতকাল রবিবার বিকালের দিকে আদালতে সোপদর্ করা হয়েছে।

মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করলেন মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ট্রেজারি শাখায় এসে পৌঁছালে ট্রেজারি শাখায় কর্মরত পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সালাম গ্রহণ করেন।

পরিদর্শন কালে সাথে ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নিউজা-উল জান্নাহ, আব্দুল কাদির মিয়া, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, আরডিসি মোছা: রনী খাতুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল বাকী, এনডিসি গোলাম রাব্বানী সোহেল প্রমুখ।

গাংনীতে কোরবানি পশু হিসেবে ছাগলের চাহিদা দ্বিগুণ

মাত্র কয়েক দিন বাদেই আসছে ঈদুল আজহা।ঈদকে ঘিরে গাংনীতে কোরবানির পশু কেনাবেচায় ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতারা। পশুর হাটগুলোতে ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ নিয়ে আসছেন বেপারীরা কেনার জন্য ভীড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে ছাগল ও গরুর চাহিদা সবসময় বেশি। তবে গাংনীর বাজারে কোরবানির পশু হিসেবে গরুর চেয়ে দ্বিগুণ চাহিদা রয়েছে ছাগলের। পশু হাটগুলোতে ছাগলের আমদানি এবং কেনাবেচাও বেশি।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবমতে কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে গাংনী উপজেলায় ৯৩ হাজার ৯১৪টি ছাগল রয়েছে। যা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানি পশুর চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিরাপদ ও প্রাকৃতিক খাবার খাইয়ে পশু উৎপাদন করা হয় গাংনীতে। তাই এ উপজেলার ছাগল ও গরুর প্রচুর চাহিদা দেশের বাজারে রয়েছে। স্থানীয় হাটগুলোতে কোরবানিযোগ্য একেকটি ছাগল বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। দাম নাগালের মধ্যে হওয়ায় ছাগলের দিকেই ঝুঁকছেন ক্রেতারা। এ অঞ্চলের ছাগল স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

সাধারণত যারা কম টাকার মধ্যে কোরবানির পশু কিনতে চান এবং ছোট পরিবারে কোরবানি দেন তাদের পছন্দ তালিকায় শীর্ষে থাকে ছাগল। এছাড়াও ঈদের সময়ে ঔষধ কিংবা ইনজেকশনের মাধ্যমে গরু মোটাতাজা করার আশঙ্কা থেকেও অনেকেই কোরবানির পশু হিসেবে ছাগল বেছে নেয়।

গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আব্দুল হামিদ পারিবারিক ভাবে ৫টি ছাগল লালনপালন করেছেন কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য। তিনি বলেন, আমি গতবছর থেকে এবারের কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য ছাগলগুলো লালনপালন করেছি; সম্পুর্ন নিরাপদ ও প্রাকৃতিক খাদ্য খাইয়েছি। কাঁচা ঘাস, বিচালি, ভুট্টা ও ছোলা মিশিয়ে প্রতিদিন খাওয়াতাম। এখন একেকটা ছাগলের দাম চেয়েছি ১৭ হাজার করে। আরেকটা বড় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল রয়েছে যার দাম চেয়েছি ২৬ হাজার টাকা।

একই উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের শামীম রেজা বলেন, আমি লেখাপড়ার

পাশাপাশি প্রতিবছর ২টি করে ছাগল পালন করি। ঈদ সামনে বিক্রি করি। এবারের ঈদ সামনে একটি ছাগল বিক্রি করেছি ২৩ হাজার টাকায়। আরেকটা ছাগলের দাম চেয়েছি ৩৪ হাজার টাকা। আশানুরূপ দাম পেলেই বিক্রি করে দিবো।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ছাগলের বেপারী সাহারুল ইসলাম বলেন, সারাবছর টুকটাক ছাগল বেচাকেনা হয়। স্থানীয় বামন্দী পশুহাটে নিয়ে গিয়ে আমরা বিক্রি করি। তবে ঈদ সামনে ছাগলের সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয়। গত দুই হাটে প্রচুর ছাগল আমদানি ছিলো এবং বেচাকেনা খুব ভালো হয়েছে।

বালিয়াঘাট গ্রামের ছাগলের বেপারী সৈকত আলী বলেন, হাটে গরুর চেয়ে ছাগলের দিকে মানুষের ঝুঁকি বেশি। গ্রামঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ অল্প টাকার মধ্যে কোরবানি দেয় সেজন্য ছাগলের চাহিদা বেশি। দেখা যাচ্ছে একটা গরু কিনতে সর্বনিম্ন ৪০থেকে৫০ হাজার টাকা লাগবে কিন্তু ১০থেকে১৫ হাজার টাকার মধ্যে একটা ভালো ছাগল কেনা হয়ে যায়।

মেহেরপুুুুুুুুুর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে দুই থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অভিযানে অংশ নেন।

সংশ্লিষ্ট দুটি থানার জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (২৫ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।